Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.209-217
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পরেশ মণ্ডলের কবিকৃতি: একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা

ড. শিউলি বসাক

অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Poet Paresh Mandal emerged in the early sixties of the last century. His poetry is very clearly distinguished compared to the previous poets. He was one of the foremost among those who started the Shruti literary movement in 1965. This literary movement was in opposition with the main-stream poetry. This Movement challenged and significantly changed the style used in the main stream poetry from various aspects including Content, Diction, and most importantly the Form. They predominantly tried to create a visual effect of poems by altering or arranging the words and lines in an unconventional way, or using different fonts, symbols, signs, or special application of punctuation marks etc visual persuasive tools. As Paresh Mandal was deeply involved with this Shruti literary movement, the influence of this movement is very evident in his overall poetry. Hence the present article aims to study the poetry of Paresh Mandal from thematic and stylistic aspects with a focus on the influences of Shruti literary movement on his poetry.

Keywords: *Shruti* literary movement, Unconventional poetry, Visual persuasive tools, Multimodality.

কবি পরেশ মণ্ডলের আবির্ভাব বিগত শতকের ষাটের দশকে। পঞ্চাশের শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ অসম্ভব জনপ্রিয় কবিদের রাজপথের বাইরে অথচ ঠিক তার পাশেপাশে নতুন পথ নির্মাণ করে কবি পরেশ মণ্ডলের এগিয়ে যাওয়া। পূর্ববর্তী কবিদের পাশে পরেশের কবিতা খুব স্পষ্টভাবে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। অবশ্য সেখানে 'শ্রুতি' আন্দোলনের ভূমিকা উল্লেখ্য। যে কারণে আমরা পরেশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অদূরে জলের শব্দ' ('শ্রুতি' আন্দোলনের আগে প্রকাশিত) থেকে নয়, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'প্রতিবিম্ব' ('শ্রুতি' আন্দোলন শুরুর পরে প্রকাশিত) থেকেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত লক্ষণগুলির স্পষ্ট প্রকাশ দেখি। বর্তমান নিবন্ধে পরেশ মণ্ডলের সামগ্রিক কবিকৃতিকে বিষয়গত, ভাষারীতিগত ও আঙ্গিকগত দিক থেকে অনুধাবনের চেষ্টা করা হল।

মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে কবি পরেশ মণ্ডলের একটি প্রাথমিক পরিচিতি তুলে ধরা যাক। কবি পরেশ মণ্ডলের জন্ম ১৯৪০ সালের ৩ মার্চ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মগরাহাট থানার মৌখালি গ্রামে। পিতা কানাইলাল মণ্ডল, মা দুর্গেশনন্দিনী মণ্ডল। সিটি কলেজ থেকে ১৯৬১তে বি.এ. এবং ১৯৬৩তে বাংলায় স্পেশাল অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. এবং কবি অমিয়

চক্রবর্তীর ওপর গবেষণা শুরু করেন। ১৯৫৬তে ইস্টার্ন রেলওয়েতে যোগদান করেন। স্কুল জীবনে 'অঙ্কুর' নামক পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অদূরে জলের শব্দ' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে 'শ্রুতি' কবিতা-পত্রিকা প্রকাশ করে শ্রুতি আন্দোলন শুরু করেছিলেন যে কয়েকজন তরুণ কবি, তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন পরেশ মণ্ডল। শ্রুতি পত্রিকার ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যা তিনটি সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সহ-সম্পাদনা করেছেন তিনি। শ্রুতি ছাড়াও তাঁর কবিতা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে দেশ, অমৃত, পরিচয়, বসুধারা, কবিপত্র, মহাদিগন্ত ইত্যাদি পত্রিকার পাতায়। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি হল – 'অদূরে জলের শব্দ' (১৯৬৩), 'প্রতিবিম্ব' (১৯৬৭), 'মানমন্দির' (১৯৬৯), '৪৪৪' (১৯৭২), 'পেন্ডুলাম' (মে ১৯৭৯), 'লোডশেডিং' (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪), 'হাত' (জানুয়ারি ১৯৮৬), 'শেষ এবং শুরু' (জানুয়ারি ১৯৮৯), 'নির্বাচিত কবিতা' (জানুয়ারি ১৯৯৬), 'নিজস্ব বলয়' (২০০১), 'কবিতা সংগ্রহ' (জানুয়ারি ২০১২)।

> "কবিতা হয়ে ওঠা ছাড়া কবিতার আর কোন চেষ্টা বা উদ্দেশ্য নেই। কোন বাণী, বিধান বা নীতি-প্রচারের দায়িত্ব কবিতার নয়। কেননা ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি বা সমাজচিন্তার স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে; কবিতায় এসব 'বিষয়' নিয়ে গম্ভীর বাগ্মীতা বা তরল উচ্ছ্বাস হাস্যকর।"[১]

কবি পরেশ মণ্ডলের যে কোনো কাব্যপাঠেই বোঝা যায় যে, তিনি আত্মনিমগ্ন একজন কবি। শ্রুতিকবিরা বিশ্বাস করতেন, "কবিতা চিৎকার নয়, নিবিষ্ট উচ্চারণ।"[২] বিষয়গত দিক থেকে পরেশের কবিতার যে অভিমুখ তা প্রথম কাব্য থেকেই স্পষ্ট। প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা 'অদূরে জলের শব্দ' কবিতায় তিনি বলছেন, "সারাদিন মনে হয় সঙ্গীহীন অকরুণ আমি/কে আমায় ডাকে আজ শ্রাবণের বিষাদে বিরলে/অদূরে জলের শব্দ, শীর্ণ আলোরেখা অনুগামী/কাঁপন লেগেছে শান্ত উপবনে লাজুক পল্বলে।"[৩] একধরণের রহস্যময় মগ্নতা ছেয়ে আছে কবিতাটি জুড়ে। আবার 'ডুবে যেতে পারি' কবিতায় কবি বলছেন, "স্থির স্বচ্ছ জলে আমি একা একা ডুবে যেতে পারি।/ কোনো ঢেউ শব্দ কিংবা প্রকম্পিত রেখা/ না তুলে কেবল দীর্ঘ একাত্ম নৈঃশব্দ্যে/ সোজাসুজি নীল জলে ডুবে যেতে পারি।"[৪] পঙক্তিগুলি জুড়ে কবির বিচিত্র অনুভব সমন্বিত স্বপ্নময় আত্মিক আবহের প্রকাশ। অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গি থাকায় বিষণ্ণ একাকিত্বের একটা সুর কবিতাগুলিতে প্রকট হয়ে ওঠে প্রায়শই। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'প্রতিবিম্বে'র 'ঘরের নিমগ্ন কোণে' কবিতায় তিনি বলছেন, "বড় বেশি আপনার মনে হয়েছিল/ নিজেকে নিজের"[৫] কিংবা তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মানমন্দিরে'র 'অনুরোধ' কবিতায় বলছেন, "নিজের দিকে তাকাইনি কখনো/ একবার/ দেখতে চাই/ একটু সময় দাও।"[৬] বেশ কিছু কবিতায় ক্লান্তি যন্ত্রণা ও অবসাদগ্রস্ত মানুষের নির্জন অন্তরের অনুরণন পাওয়া যায়। নির্জনতা, একাকিত্ব, নৈঃশব্দ্যের কথা আবর্তিত হয়েছে তাঁর বহু কবিতা জুড়ে। 'অদূরে জলের শব্দ' কাব্যগ্রন্থের 'সারাটা দুপুর', 'উতরোল বৃক্ষমূলে', 'কাকে যেন ডাকি', 'প্রতিবিম্ব' কাব্যগ্রন্থের 'প্রার্থনা'; 'লোডশেডিং' কাব্যগ্রন্থের 'একা' ইত্যাদি বহু কবিতার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। 'নিজস্ব বলয়' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাতেও বলেছিলেন, "প্রতিটি মানুষ/ ধূসর উটের পিঠে/ মরুযাত্রী/ প্রতিটি মানুষ/ নিজস্ব বলয়ের কেন্দ্রে/ বিপন্ন/ প্রতিটি মানুষ/ সূর্যাস্তের প্রতীক্ষায়/ একাকী/ প্রতিটি মানুষ/ ঝুলন্ত ব্রীজের ওপর/ স্বতন্ত্র"[৭]। সত্য গুহ তাঁর 'একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল' গ্রন্থে শ্রুতি কবিদের প্রসঙ্গে বলেছেন, "অন্তর্মুখীনতাই এঁদের কবিস্বভাব – প্রাকৃতিক যদি বা কিছু থাকে সামাজিক প্রসঙ্গ এঁদের কবিতায় একেবারেই অনুপস্থিত।"[৮]

পরেশের বেশ কিছু কবিতায় প্রকৃতিকে ঘিরে এক ধরণের রহস্যময়তা আবর্তিত হয়েছে। আসলে প্রকৃতি তাঁর কাছে এক রহস্যভাণ্ডার। 'নিজস্ব বলয়' কাব্যগ্রন্থের 'কী ভীষণ' কবিতায় বলছেন, "বৃক্ষ তো জানে না

তার ছায়া/ কী ভীষণ রহস্যে জটিল/ আশ্রয় এবং শীতল মাধুর্যে ঘেরা"[৯] এছাড়া তাঁর 'অথচ বৃক্ষ', 'ফ্রীজশট', 'এই আকাশ' ইত্যাদি কবিতাতেও প্রকৃতির রহস্যকে ছুঁয়ে গিয়েছেন কবি। এই প্রকৃতি-প্রেমিক কবির বেশ কিছু কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে তাঁর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা। ভারতের প্রত্যন্ত ভ্রমণ তাঁকে প্রাণিত করে। 'লোডশেডিং' কাব্যগ্রন্থের 'চম্বা-র পথে'; 'পেণ্ডুলাম' কাব্যগ্রন্থের 'শান্তিনিকেতন', 'চাঁদিপুর ১৪।৮।৭৮', 'বকখালি ১৯৭৭'; এছাড়া তাঁর অগ্রন্থিত কবিতার মধ্যে 'বিন্দু 2K9', 'পারো', 'জয়ন্তী নদীর তীরে' ইত্যাদি উল্লেখ্য। এক একটি স্থান যেন আরও রহস্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়।

প্রকৃতি-প্রেমিক আত্মনিমগ্ন এই কবি জীবনকেও দেখেছেন এক প্রেমিকের দৃষ্টিতে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অদূরে জলের শব্দ' কাব্যের প্রথম কবিতা 'পরিক্রমা'তেই পাঠক হিসেবে আমরা পরিচিত হয়ে যাই কবির জীবনদর্শনের সঙ্গে – "এ-ব্রত জীবনব্রত মাটি জল সুস্থ হাওয়া সাগরসংগম/ আনন্দবেদনাবিদ্ধ পরিক্রমা, অনুক্ত সন্ধান,/ ক্ষমাহীন উত্তরণ, নিত্যবহা প্রেম অনুপম"[১০]। এক জীবন-প্রেমিক মানুষ হিসেবে তিনি এই জীবনদর্শনে বিশ্বাস বজায় রাখতে পেরেছেন আজীবন। 'কবিতা সংগ্রহ'-এর শেষ কবিতা 'আলো, অন্তহীন' কবিতায় ('অগ্রন্থিত কবিতা') তার প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখি, কবি বলছেন - "জীবন এক তীর্থযাত্রা"[১১]। সমকালীন হাংরি কবিদের থেকে এখানেই তিনি ও অন্যান্য শ্রুতি কবিরা আলাদা হয়ে যান। হাংরিদের মতো দৃষ্টিতে নৈরাজ্যের লালন নয়, লেখনীতে উচ্চকিত স্বর নয়; বরং যে কবির 'মনের গোপনে মিশে'[১২] থাকেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, সেই পরেশের কবিতায় আমরা শুনি কবিহৃদয়ের অতলান্ত প্রদেশ থেকে উঠে আসা এক নিমগ্ন উচ্চারণ। কবিতা লিখতে এসে রবীন্দ্র-প্রণাম করতে ভোলেননি তিনি। তাঁর প্রথম কাব্যের শেষ কবিতাটি হল 'রবীন্দ্রস্মরণে'।

জীবন-প্রেমিক আত্মনিমগ্ন এই কবি তাঁর 'রহস্য' কবিতায় বলেছেন যে কবিতা হল রহস্য, কবিতার উৎস হল জীবন।[১৩] তাই তাঁর 'মানমন্দির' কাব্যগ্রন্থের 'রেডিওগ্রাম', 'পেণ্ডুলাম' কাব্যগ্রন্থের 'বন্দীর রোজনামচা', 'সবার কিছু অভিমান থাকে'; 'লোডশেডিং' কাব্যগ্রন্থের 'নির্বাসনে যাবো সে উপায় নেই', 'শহর', 'গন্তব্য'; 'শেষ এবং শুরু' কাব্যগ্রন্থের 'বিজয়ী', 'নিরাময়', 'নিয়তি', 'হায় অতীত', নাম কবিতাসহ বহু কবিতা কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি-উপলব্ধির, জীবন-অভিজ্ঞতার এক একটি আলেখ্য নির্মাণ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব জগতের টুকরো টুকরো ছবিও তাঁর লেখনীতে যেন বোধের জগতে এক অন্যতর তাৎপর্য নির্মাণ করে। উত্তম দাশ তাঁর 'কবিতায় পরেশ মণ্ডল' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, "পরেশ যতই স্বকীয় হয়ে উঠেছে ততই যেন সে এক মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে বসে কবিতার পঙক্তিগুলো তুলে আনছে। খুব মৃদু উচ্চারণ, একটা ছবির মধ্যে রূপায়িত অনুভূতি, অথচ ছবির রূপময়তা ছাড়া কিছুতেই সে অনুভব ব্যক্ত করা যায় না। ছোট ছোট কয়েক পঙক্তির কবিতা, প্রতীকের মতো। কিন্তু ঠিক প্রতীক নয়। স্বাভাবিক বাস্তব বর্ণনা। কখনো মনে হয় পরাবাস্তবের চিত্রন। সব মিলিয়ে এক রহস্যময়তা। খুবই সরল অথচ কি দুর্জ্ঞেয়।"[১৪]

> "ভেঙে ফেলতে হবে সমস্ত প্রথার শাসন, ছিন্ন করতে হবে সংস্কারের সমস্ত বন্ধন। শব্দকে ব্যবহৃত বাক্যবন্ধের আবর্জনা থেকে এক এক করে বেছে নিতে হবে। তৈরী করতে হবে ব্যক্তিগত এবং অনন্য, এক প্রচলমুক্ত বাকরীতি।"[১৫]

উপলব্ধির গভীরতাকে, নতুন নতুন আত্মিক অভিজ্ঞতাকে ভাষায় যথার্থভাবে প্রকাশ করতে না পেরে শ্রুতি কবিরা সপ্তম সংখ্যায় 'কবিতা সম্পর্কিত ঘোষণা ২' শীর্ষকে এই কথাগুলি ঘোষণা করেছিলেন। আবার দশম সংখ্যায় বলা হয়েছিল ব্যাকরণের বিরোধীতার কথা, বাক্য-প্রকরণের যুক্তি নির্ভরতা বর্জনের কথা।

শব্দকে বাক্যের অংশ বা পদ হিসাবে না ভেবে প্রতিটি শব্দকে একক গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। পাশাপাশি প্রচলিত ছন্দকে বর্জন করে বা ভেঙে কবিতার ভাষায় ব্যক্তিগত উচ্চারণের স্পন্দন সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছিল।[১৬] কবি পরেশ মণ্ডলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অদূরে জলের শব্দ'-এর কবিতাগুলিতে মূলত প্রচলিত ছন্দরীতির প্রয়োগ দেখি আমরা। এছাড়া এই কাব্যগ্রন্থে পরেশের কাব্যভাষাও মাঝে মাঝে পূর্ববর্তী কবিদের কথা স্মরণ করায়। কিন্তু দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'প্রতিবিম্ব'-এ কবি প্রচলিত ছন্দরীতি থেকে বেরিয়ে এসে নির্মাণ করে নিয়েছেন নিজস্ব বাকছন্দ। 'শ্রুতি' পত্রিকার চতুর্দশ সংখ্যায় পরেশ মণ্ডল 'কবিতা সম্পর্কে' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছিলেন, "কবিতা হচ্ছে আত্মগোপনের ইতিহাস। শব্দ তার মাধ্যম। তাই শব্দকে ঘিরে যত সংগ্রাম। শব্দের সংস্থান বদলে, শব্দকে গুঁড়ো করে, গুঁড়োগুলোকে উল্টেপাল্টে জুড়ে দিই। আবার অপরিচিত শব্দকে পরিচিতির মধ্যে খুঁজতে চাই। পরিচিতকে অচেনা পটভূমিতে।"[১৭] তাই তাঁর 'কবিতা৭৭৭' কবিতায় চর্যাপদের প্রসঙ্গে আসে ইতালীর অরণ্যের পাখিদের কথা, বেহুলার প্রসঙ্গে আসে রাশিয়ার নদীর কথা, পিকাসোর অগ্নিময় স্কেচের প্রসঙ্গে 'যামিনী রায়ের হাতি' বা 'কান্দিনস্কির বহুবর্ণ বৃত্ত'-এর কথা। উত্তম দাশ তাঁর 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন' গ্রন্থে বলেছেন, "একটা মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই পুষ্কর ও পরেশ শ্রুতি আন্দোলনে নেমেছিলেন। সমকালীন বাংলা কবিতার চেহারার সঙ্গে মেলে না এমন বাক্যবন্ধ ও শব্দসজ্জা, সংক্ষিপ্ত মিতবাক ভাষণ, এক একটি শব্দে তরঙ্গিত অনুভূতি দুজনেরই স্বভাবের সঙ্গে নিবিড়।"[১৮] আবার কখনো পুরোনো শব্দকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর কবিতায় বিশেষণ-বিশেষ্য-এর কম্বিনেশন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন - 'অশ্লীল গন্ধ' ('অভিশাপ'); 'লোমশ দৃষ্টি' ('ইতিহাস'); 'তোবড়ানো বিকেল' ('সে এবং তারা'); 'কৃপণ অন্ধকার' ('রেডিওগ্রামে'); 'আলসে পাখি', 'উদাস নদী', 'নিঝুম রোদ' ('কেউ কাউকে দেখছে না'); 'বিনীত কুয়াশা' ('প্রতিশ্রুতি'); 'আড়ষ্ট ঘড়ি' ('বিদায়') ইত্যাদি।

এছাড়া বিবিধ চিহ্নের ব্যবহার লক্ষণীয় তাঁর কবিতাগুলিতে। যেমন, ত্রয়োদশ সংকলনে প্রকাশিত 'সমস্ত কীরকম' কবিতাটিতে 'বা' অর্থে '/' চিহ্নের প্রয়োগ করেছেন কবি এভাবে - "ক্ষমা/ ভর্ৎসনা"। তাঁর কবিতায় ত্রিবিন্দুর প্রয়োগ বৈচিত্র পাঠককে রীতিমতো অবাক করে। যেমন, 'ইংগিত' কবিতায় তিনি বলছেন,

নাম ধরে ডেকেছে সে তাই
প্র তি ধ্ব নি
ছড়িয়ে ছড়িয়ে
পড়ে
.....
.....
.....[১৯]

এখানে প্রতিধ্বনির দৃশ্যরূপ ফুটে উঠেছে ত্রিবিন্দুর টানা প্রয়োগে। আবার শ্রুতির পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিদায়' কবিতায় বিদায় শব্দটির পরে প্রলম্বিত ত্রিবিন্দু এবং এইভাবে তিনবার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে বিদায় যেন আরও বেদনা-বিধুর হয়ে উঠেছে। বিদায় যেন অনেক দূরবর্তী কোনো স্থানে, যেখান থেকে ফেরার কোনো সম্ভাবনা নেই। আবার শ্রুতির সপ্তম সংখ্যায় প্রকাশিত 'আত্মগোপনের ইতিহাস' কবিতাটিতে পুনরুক্তির পরিবর্তে ত্রিবিন্দুর ব্যবহার করেছেন কবি। আবার কখনও না বলা কোনো কথাকে কবি বুঝিয়ে

দিয়েছেন ত্রিবিন্দুর প্রয়োগে। 'প্রতিবিম্ব' কাব্যগ্রন্থের 'সমীক্ষা' কবিতায়, '৪৪৪' কাব্যগ্রন্থের 'বিকল্প' কবিতায় আমরা দেখি ত্রিবিন্দু যুক্ত অসমাপ্ত বাক্যগুলি কীভাবে না বলা কথাকে বাঙ্ময় করে তোলে।

"আমাদের ছিল দুঃসাহসিক উচ্চারণ, আন্তরিক উপলব্ধির স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গি, যা অনন্য। জাক মারিতাঁ-র ভাষায় 'Charged with emotion' কবিতার নিয়তি, জানতাম। কিন্তু আঙ্গিক? উপলব্ধি তো আঙ্গিকের মাধ্যমে রূপবান হয়ে ওঠে, identity পায়।"[২০]

পরেশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অদূরে জলের শব্দ'-এ মূলত সনেটরীতির প্রয়োগ দেখি আমরা। তাঁর কবিতায় আঙ্গিক নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'প্রতিবিম্ব' (১৯৬৭) থেকে। এর আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে শ্রুতি কবিতা-আন্দোলন (১৯৬৫)। যেহেতু শ্রুতি কবিরা শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ছিলেন সংহত; তাই কবিতার ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁরা আঙ্গিকের আশ্রয় নিলেন, তাঁরা বিশ্বাস করতেন, "আঙ্গিক এবং উপলব্ধির অদ্বৈত-সিদ্ধিই সার্থক কবিতার সৃষ্টি করে।"[২১] এপ্রসঙ্গে কবি অশোক চট্টোপাধ্যায় 'আন্দোলিত ষাট ও কবিতা আন্দোলন শ্রুতি' শীর্ষক প্রবন্ধে জানিয়েছেন "বুলেটিন বা পরে এই দশক ও শ্রুতি ঘোষণাতেও ছিল রীতির উপর গুরুত্ব – 'কবিতার ইতিহাস তার আঙ্গিকের ইতিহাস', লুই আরাগঁর বিখ্যাত উক্তি এঁরা আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। শোক, দুঃখ, আবেগ, প্রেম, বিরহ এই সবই তো সাহিত্যের বিষয় – চিরকালই ছিল, এবং থাকবে। শুধু কালে কালে তার প্রকাশটাই আলাদা হয়ে যায়। সুতরাং এই 'প্রকাশ'-এর অর্থাৎ আঙ্গিক বা রীতিরই চর্চা দেখা গেল শ্রুতি গোষ্ঠীর সচেতন আন্দোলনকারীদের মধ্যে।"[২২] পরেশের কবিতায় আমরা দেখি কবিতার স্তবক, পঙক্তি, শব্দ ভেঙে এমন ভাবে সাজান তিনি, যাতে কবিতার ভাবটি একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য আদল পায়। 'প্রতিবিম্ব' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা, যেটি পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল 'শ্রুতি' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সেই কবিতাতেই আমরা দেখি শব্দসজ্জার মাধ্যমে, পঙক্তি বিন্যাসের মাধ্যমে কীভাবে জলের ওপরে কম্পিত প্রতিবিম্বের ছবি অঙ্কন করেছেন কবি। এই কাব্যগ্রন্থেরই 'সমীক্ষা' কবিতায় আমরা দেখি বহুকাল আগে না লিখতে পারা কোনো চিঠির জন্য অনুশোচনার দংশন-যন্ত্রণা ক্রমশ সূচিমুখ হয়ে উঠেছে পঙক্তির পর পঙক্তিতে -

"বিছানা পেতেই মনে হলো তার
ঘুমের কথাও বিড়ম্বনা
বহুকাল আগে
চিঠি লিখবার
কথা ছিল
আর ..."[২৩]

এছাড়া শ্রুতি পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'ইংগিত' কবিতাটির কথা উল্লেখ না করলেই নয়, যেটি পরবর্তীকালে 'মানমন্দির' কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়। কবিতাটির খানিকটা অংশ তুলে ধরা যাক –

"এ
কা
কী
প্র...তি...ধ্ব...নি
নী
র

ব
জ্যোৎস্নায়”[২৪]

‘একাকী’ শব্দটিকে ভেঙে প্রতিটি সিলেবলকে পৃথকভাবে এক একটি পঙক্তিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আবার ‘প্রতিধ্বনি’ শব্দটিকে ভেঙে মাঝখানে ‘...’ চিহ্নের প্রয়োগে প্রতিধ্বনির প্রসারতা যেন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কবিতার এই দৃষ্টিগ্রাহ্যতাই শ্রুতি কবিতাগুলির একই সঙ্গে আলোচিত এবং সমালোচিত হওয়ার অন্যতম প্রধান একটি কারণ। অশোক চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, “সমসময়ে এসব রচনা প্রবলভাবে সমালোচিত, কখনো ধিকৃত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন টাইপোগ্রাফি, কেউ বা বিস্ময় প্রকাশ করেছে - এরা কি আগের জন্মে কম্পোজিটর ছিল!”[২৫] নিত্যনতুন আঙ্গিকের খোঁজ করতে গিয়ে কবি পরেশ মণ্ডল যেমন কখনো কবিতায় ব্যাকরণগত যুক্তি-পারম্পর্য ভেঙে এক একটি পঙক্তিতে এক একটি শব্দকে বিচ্ছিন্নভাবে স্থাপন করেছেন, তেমনই আবার কখনো কবিতাকে পঙক্তিতে ভাঙেননি। যেমন, ‘পেণ্ডুলাম’ কাব্যগ্রন্থের ‘উপনিবেশ’, ‘মানমন্দির’ কাব্যগ্রন্থের ‘পটভূমি’, ‘৪৪৪’ কাব্যগ্রন্থের ‘সীমানা পেরিয়ে’, ‘দিনের পর দিন’ কবিতাগুলি পঙক্তিতে ভাঙা হয়নি। আবার কিছু কবিতায় স্পেসের তাৎপর্যময় প্রয়োগ দেখি শব্দ ও পঙক্তি বিন্যাসে। শব্দ বিন্যাসে স্পেসের বিশেষ প্রয়োগের একটি উদাহরণ আমরা দেখতে পাই ‘মানমন্দির’ কাব্যগ্রন্থের ‘পটভূমি’ কবিতায় -

“পটভূমি গুঁড়ো হয়ে যায় পটভূমি গুঁড়ো হয়ে যায় প ট ভূ মি প্ অ ট্ অ ভ্ ঊ ম্ ই”[২৬]

পটভূমি গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার দৃশ্যরূপ নির্মাণ করেছেন কবি ‘পটভূমি’ শব্দটিকে ভেঙে মাঝে স্পেসের প্রয়োগে। আবার ‘৪৪৪’ কাব্যগ্রন্থের ‘মহাদেশ’ কবিতাটিতে দশটি শব্দ বিচ্ছিন্ন মহাদেশের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। ‘মানমন্দির’ কাব্যগ্রন্থের ‘কবিতা-১’, ‘কবিতা ২’, ‘কবিতা ৩’; ‘৪৪৪’ কাব্যগ্রন্থের ‘ত্রিভুজ’, ‘প্রদর্শনী’ ইত্যাদি কবিতার দৃষ্টিনান্দনিকতা লক্ষণীয়, ‘কম্পোজিশন ১’, ‘কম্পোজিশন ২’ কবিতায় তার একটি চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখি।

এছাড়া কিছু চূর্ণ কবিতা ও এক পঙক্তির কবিতাও আমরা পাই। ‘পেণ্ডুলাম’ কাব্যগ্রন্থের শেষে ‘৫...৬...৭...৮’ শীর্ষকের মধ্যে চারটি চূর্ণ কবিতা, ‘হাত’ কাব্যগ্রন্থের শেষে ‘১...১১’ শীর্ষকে এগারোটি চূর্ণ কবিতা কবির নিজস্ব কিছু টুকরো টুকরো উপলব্ধির কাব্যিক প্রকাশ। আবার ‘প্রতিবিম্ব’ কাব্যগ্রন্থের ‘বীক্ষণ’ কবিতাটি এক পঙক্তির একটি কবিতা - “অবিশ্বাসী হৃদয়কে ছলনার মতো মনে হয়”[২৭]; কিংবা ‘মানমন্দির’ কাব্যগ্রন্থের ‘মুক্তি’ কবিতাটি - “সমস্ত জীবন ধরে মৃত্যুদণ্ড প্রার্থনা আমার”[২৮] - এই এক একটি পঙক্তিই ধারণ করে আছে অনেক কিছু। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি থেকে উচ্চারিত এই ‘সত্যকথন’। উত্তম দাশ পরেশের ‘মুক্তি’ কবিতাটি সম্পর্কে বলেছেন, “এক পঙক্তির এই দৈবে পাওয়া কবিতাটি পরেশের চার পাঁচ বছরের নাছোড় অনুশীলন ও নিবিড় প্রস্তুতির ফসল। ... বারেবারে মনে হয় একজন কবির জীবনব্যাপী প্রতীক্ষা এমন একটি পঙক্তির জন্যই এবং যখন একটি সম্পূর্ণ কবিতা তখন একজন কবি বা একজন পাঠক তো মনে করতেই পারেন - একজন কবি মাত্র একটি কবিতাই তো সারাজীবনে লেখেন, অন্তত লিখতে চান।”[২৯] আমরা দেখি কবি পরেশ মণ্ডল ‘একটা কবিতা’য় বলছেন, “একটা কবিতার জন্যে সমস্ত জীবন/ অপেক্ষা করতে রাজি।”[৩০]

তথ্যসূত্র:

1) সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরেশ মণ্ডল সম্পাদিত, শ্রুতি পত্রিকা, সপ্তম সংকলন, ৩৫-এফ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-০৫, জানুয়ারি ১৯৬৮, পৃ. ১।
2) তদেব, পৃ. ১।
3) পরেশ মণ্ডল, কবিতা সংগ্রহ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪১৮/ জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ২৪-২৫।
4) তদেব, পৃ. ২৫।
5) তদেব, পৃ. ৩২।
6) তদেব, পৃ. ৪৫।
7) তদেব, পৃ. ১২৩।
8) সত্য গুহ, একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল, অধুনা, কলকাতা-১২, ১৯৭০, পৃ. ৩৪২।
9) পরেশ মণ্ডল, পূর্বোক্ত কবিতা সংগ্রহ, পৃ. ১২৬।
10) তদেব, পৃ. ১৩।
11) তদেব, পৃ. ১৩৬।
12) তদেব, পৃ. ২৭।
13) তদেব, পৃ. ১৩৩।
14) উত্তম দাশ, 'কবিতায় পরেশ মণ্ডল' প্রবন্ধ, অর্পণ পাল সম্পাদিত, পদ্যপত্র পত্রিকা, শ্রুতি বিশেষ সংখ্যা, দঃ ২৪ পরগনা - ৭৪৩৩৭২, ২০১৪, পৃ. ১৩৫।
15) সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরেশ মণ্ডল সম্পাদিত, শ্রুতি পত্রিকা, পূর্বোক্ত সপ্তম সংকলন, পৃ. ১।
16) মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত, শ্রুতি পত্রিকা, দশম সংকলন, ৩৫-এফ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-০৫, মার্চ ১৯৬৯, পৃ. ২-৩।
17) মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত, শ্রুতি পত্রিকা, চতুর্দশ সংকলন, ৩৫-এফ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-০৫, আগস্ট ১৯৭১, পৃ. ১।
18) উত্তম দাশ, হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, মহাদিগন্ত, কলকাতা-৭৪৩৩০২, দ্বিতীয় প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৬৮।
19) পরেশ মণ্ডল, পূর্বোক্ত কবিতা সংগ্রহ, পৃ. ৫১।
20) পরেশ মণ্ডল, 'শ্রুতি : কিছু স্মৃতি' প্রবন্ধ, তন্ময় বীর সম্পাদিত, সাপর্যা পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১৩।
21) মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত, শ্রুতি পত্রিকা, দ্বিতীয় সংকলন, ৬৮/৪ সি পূর্ণদাস রোড, কলকাতা-২৯, পৃ. ২৩।

22) অশোক চট্টোপাধ্যায়, 'আন্দোলিত ষাট ও কবিতা আন্দোলন শ্রুতি' প্রবন্ধ, অর্পণ পাল সম্পাদিত, পূর্বোক্ত পদ্যপত্র পত্রিকা, পৃ. ৪৭।
23) পরেশ মণ্ডল, পূর্বোক্ত কবিতা সংগ্রহ, পৃ. ৩৮।
24) তদেব, পৃ. ৫১।
25) অশোক চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত 'আন্দোলিত ষাট ও কবিতা আন্দোলন শ্রুতি' প্রবন্ধ, পৃ. ৪৮।
26) পরেশ মণ্ডল, পূর্বোক্ত কবিতা সংগ্রহ, পৃ. ৪৮।
27) তদেব, পৃ. ৩৫।
28) তদেব, পৃ. ৪৫।
29) উত্তম দাশ, পূর্বোক্ত 'কবিতায় পরেশ মণ্ডল', পৃ. ১৩১।
30) পরেশ মণ্ডল, পূর্বোক্ত কবিতা সংগ্রহ, পৃ. ১৩৩।

গ্রন্থপঞ্জি:

1) অপূর্বকুমার রায়, শৈলীবিজ্ঞান, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ অক্টোবর ২০০৬।
2) অভিজিৎ মজুমদার, শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, তৃতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০১৬।
3) উজ্জ্বল সিংহ, বিদেশি কাব্য আন্দোলন, প্রতিভাস, কলকাতা-০২, জানুয়ারি ২০১৭।
4) উত্তম দাশ, হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, মহাদিগন্ত, কলকাতা-৭৪৩৩০২, জানুয়ারি ২০০২।
5) উদয়কুমার চক্রবর্তী, আধুনিক কবি : কবিতার শৈলী, উত্থক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭।
6) ধনঞ্জয় ঘোষাল, প্রগতি মাইতি ও দেবাশিস মজুমদার সম্পাদিত, বাংলা সাহিত্যে আন্দোলন, ইসক্রা, কলকাতা-১১৮, জুন ২০১৪।
7) নবেন্দু সেন, শৈলীবিদ্যার আলোকে বাংলা কবিতা, রত্নাবলী, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১১।
8) পবিত্র সরকার, গদ্যরীতি পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক, কলকাতা-০৬,পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ জুলাই ২০১৬।
9) পরেশচন্দ্র মজুমদার, অভিজিৎ মজুমদার, বাঙলা সাহিত্যপাঠ শৈলীগত অনুধাবন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০১০।
10) পরেশ মণ্ডল, কবিতা সংগ্রহ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪১৮/ জানুয়ারি ২০১২।
11) রুদ্র কিংশুক, অধুনান্তিকতা ও ভবিষ্যতের কবিতা, কবিতা পাক্ষিক, কলকাতা-০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৩।
12) সত্য গুহ, একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল, অধুনা, কলকাতা-১২, ১৯৭০।
13) Donald Freeman (ed.), *Linguistics and Literary Style,* Holt, Rinehart and Winston Inc, New York, 1970.

14) J.A. Cuddon, *Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*, Penguin Group, London, Paperback Print 2014.
15) Jonathan Culler, *Structuralist Poetics*, Routledge, London, 1st Editon 1975.
16) J.V. Cunningham, *The problem of style*, Fawcett world Library, New York, 1966.
17) Leech, Geoffrey, *Language in Literature: Style and Foregrounding*, Routledge, London, 2013.
18) M.H. Abrams, Geoffrey Gatt Harpham, *A Glossary of Literary Terms*, Cengage Learning India Private Limited, Delhi-91, Thirteen Indian Reprint 2019.
19) Michael Burke (Ed.), *The Routledge Handbook of Stylistics*, Routledge, London, 2014.
20) Richard Bradford, *Stylistics*, Routledge, London, First published 1997, e-edition 2005.
21) Seymur Chatman, *Literary Style: A Symposium*, Oxford University press, U.K, 1971.

পত্রিকাপঞ্জি:

1) অর্পণ পাল সম্পাদিত, পদ্যপত্র পত্রিকা, শ্রুতি বিশেষ সংখ্যা, দঃ ২৪ পরগনা - ৭৪৩৩৭২, ২০১৪।
2) তন্ময় বীর সম্পাদিত, সাপর্যা পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮।
3) মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত, শ্রুতি পত্রিকা, দ্বিতীয় সংকলন, ৬৮/৪ সি পূর্ণদাস রোড, কলকাতা-২৯।
4) মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত, শ্রুতি পত্রিকা, দশম সংকলন, ৩৫-এফ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-০৫, মার্চ ১৯৬৯।
5) মৃণাল বসুচৌধুরী সম্পাদিত, শ্রুতি পত্রিকা, চতুর্দশ সংকলন, ৩৫-এফ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-০৫, আগস্ট ১৯৭১।
6) সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরেশ মণ্ডল সম্পাদিত, শ্রুতি পত্রিকা, সপ্তম সংকলন, ৩৫-এফ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-০৫, জানুয়ারি ১৯৬৮।